# ১৮.সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (প্রথম পর্ব- যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এর উদ্দেশ্যও আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

(হে নবী!) আমি তোমাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি তোমার অন্তরে শক্তি যোগাই। আর এসব ঘটনার ভিতর দিয়ে তোমার কাছে যে বাণী এসেছে তা স্বয়ং সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্বারক। -সূরা হুদ, ১২০

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:-

১. আহলে হক হকের উপর অটল-অবিচল থাকা। বাতিলের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও বিরোধিতার কারণে হক থেকে বিচ্যুত না হওয়া। কারণ যখন আহলে হক কুরআনের দর্পণে দেখতে

পাবে, তাদের অবস্থা ও তাদের বিরোধীদের অবস্থা পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের বিরোধীদের অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে, তখন তারা নিজেদের হক্কানিয়্যাতের বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হবে। তেমনিভাবে যখন তারা জানতে পারবে বাতিলের সকল প্রকার আস্ফালন ও চোখরাঙ্গানি সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিচারে বিজয় ও শুভ পরিণতি মুমিনদের নসীবেই থেকেছে তখন তারা বর্তমানের সাময়িক দুঃখ-কষ্ট বা অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে হক ছিটকে পড়বে না।

২. এসব ঘটনাবলী মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। মুমিনগণ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের উত্তম গুণাবলী জানতে পেরে তার অনুসরণের প্রয়াস পায় এবং কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের খারাপ গুণাবলী ও বদ অভ্যাসগুলো জানতে পেরে তা বর্জন করার চেষ্টা করে।

কিন্তু আমরা সাধারণত এ ঘটনাবলী অনেকটা ইতিহাসের ন্যায় পড়ে যাই। অথচ কুরআন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়। এজন্যই কুরআন নবীদের ঘটনাবলী ইতিহাস গ্রন্থের ন্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করে না। এমনকি অনেক সময় বিস্তারিত না বলার কারণে পাঠক তৃষিত থেকে যায়। আলেমগণ এর কারণ হিসেবে বলেছেন, নবীদের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করা হলে পাঠক ইতিহাসের অলিগলিতেই হারিয়ে যাবে।

ইতিহাসের সুখপাঠ্যে তন্ময় হয়ে যাওয়ায় কুরআনের মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণে ব্যত্যয় ঘটবে। -মাআরিফুল কুরআন, ৫/১৬

সুতরাং কুরআনের ঘটনাবলী তাদাব্বুরের সাথে পড়া জরুরী। এখন যারা তাফসীরের কিতাবাদি পড়েন তাদের বেশিরভাগও শুধু কিতাব পড়েই ক্ষান্ত করেন। অথচ তাফসীরের কিতাবাদিতেও শিক্ষাটা বর্ণনা করা হয় না। তাই তাফসীরের কিতাবাদিও হলো মাধ্যম। মূল শিক্ষা অর্জন হবে তাদাব্বুরের দ্বারা। আর তাদাব্বুরের শিক্ষা অর্জন করা খুবই সহজ, আল্লাহ তায়ালা বারবার বলেছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

“আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং আছে কি কোন উপদেশগ্রহণ কারী। -সূরা কমার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০,

কিন্তু কেন জানি এই সহজ কাজটিই আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। হাজার হাজার পৃষ্ঠার কিতাবাদি পড়ে ফেললেও প্রতিদিন কুরআন নিয়ে অন্তত ৫-১০ মিনিট তাদাব্বুর করার ফুরসত আমাদের হয় না। তাই এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কুরআন থেকে শিক্ষা অর্জনের ভার পাঠকের হাতে

ছেড়ে না দিয়ে এ ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করা। যদিও কুরআন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র, এর ইলম ও শিক্ষা অর্জন ও বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না, তবুও একেবারে না হওয়ার চেয়ে যতটুকু হয় ততটুকুই কল্যাণ। এরই ধারাবাহিকতায় এবার আমরা সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনাবলী থেকে কিছু শিক্ষা অর্জন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এরপর ধারাবাহিকভাবে কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নবীদের ঘটনাবলী, মুমিনদের গুণাবলী এবং মুনাফিক-কাফের-মুশরিকদের বদ স্বভাব ও খারাপ বিষয়াদি থেকে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

## সাবার রাণী ও তার অধিনস্তদের যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত

قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ

بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37)

“(সুতরাং হুদহুদ চিঠি পৌঁছে দিল। তারপর) রাণী (তার দরবারের লোকদেরকে) বললো, হে জাতির নেতৃবর্গ! আমার সামনে একটি মর্যাদাসম্পন্ন চিঠি ফেলা হয়েছে। তা এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। তার শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রহমান ও রহীম। (তাতে সে লিখেছে) আমাদের উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো। রাণী বললো, ওহে জাতির নেতৃবৃন্দ! যে সমস্যাটি আমার সামনে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শ দাও। আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বললো, আমরা শক্তিশালী লোক এবং প্রচণ্ড লড়াকু। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনার। সুতরাং ভেবে দেখুন কি হুকুম দেবেন। রাণী বললো, প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। এরাও তো তাই করবে। বরং আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো। তারপর দেখবো দূত কি উত্তর নিয়ে ফেরে। তারপর দূত যখন সুলাইমানের কাছে উপস্থিত হলো, সে বললো, তোমরা কি

অর্থ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে উৎফুল্ল। ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাদল নিয়ে আসবো, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো আর তারা হয়ে যাবে বশীভূত।" -সূরা নামল, ২৯-৩৭

আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

والظاهر أن سليمان، عليه السلام، لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية، ولا اعتنى به، بل أعرض عنه، وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال} أي: أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم { وملككم؟! {فما آتاني الله خير مما آتاكم} أي: الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، {بل أنتم بهديتكم تفرحون} أي: أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. ( تفسير ابن كثير ت سلامة 6/191) دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ

"বাস্তবতা এই যে, বিলকীস যা কিছু পাঠিয়েছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম আদৌ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন,

তোমরা কি মাল দ্বারা আমাকে তুষ্ট করতে চাও যেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের শিরকের অবস্থায়ই ছেড়ে দেই। আল্লাহ আমাকে যে সম্পদ ও সৈন্যবাহিনী দিয়েছেন তা তোমাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা তো হাদিয়া পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। কিন্তু আমি ইসলাম অথবা তরবারী ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করবো না।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৬/১৯১

বর্তমানে যারা কাফেরদের সুরে সুর মিলিয়ে ধর্মপালনে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন, তারা এ ঘটনার কি জবাব দেবেন? এখানে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবার রাণী ও তার সাম্রাজ্যের লোকদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে দিয়েছিলেন না চাপপ্রয়োগ করে তাদের মুসলিম হতে বাধ্য করেছেন? এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, এটা পূর্ববর্তী নবীদের ধর্ম, তা আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়, কেননা আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান আলাইহিস সালাম সহ অন্যান্য নবীদের আলোচনা করার আমাদের তাদের অনুসরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"(উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হলো) তারা ছিল এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হিদায়াত দান করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথেই চলো।" -সূরা আনআম, ৯০

যদি পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলী আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ না হয় তবে এ ঘটনাবলী কুরআনে থাকার দ্বারা কি ফায়দা? অথচ কুরআনের অধিকাংশ জুড়েই তো রয়েছে পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতের কাহিনী!

আর আমাদের নবীর ধর্মও তো সুলাইমান আলাইহিস সালামের ধর্মের মতই। শুধু তাতে জিযিয়ার বিধানটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো নতুবা তরবারী। আর আমাদের নবী বলতেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নতুবা জিযিয়া প্রদান করো, অন্যথায় তরবারী। -সহিহ মুসলিম, ১৭৩১ জামে' তিরমিযি, ১৫৪৮

এমনকি পারস্যের সেনাপতি রুস্তম যখন সাহাবী রিবয়ী বিন আমের রাযিআল্লাহু আনহুকে বলে, তোমরা কেন এসেছো? তখন রিবয়ী বলেন, "আমরা আল্লাহর আদেশে বের হয়েছি- মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে বের করে আনার জন্য এবং সকল ধর্মের যুলুম-অত্যাচারমূলক বিধান থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদল ও ইনসাফভিত্তিক বিধি-

বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য” তখন রুস্তম চিন্তাভাবনার জন্য সময় চায়। রিবয়ী বলেন, ঠিক আছে, কতদিন সময় চান, একদিন না দুদিন?!! রুস্তম বলে, না, আমাদের নেতৃবর্গের নিকট চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে আলাপ করা পর্যন্ত সময় চাই। রিবয়ী বলেন,

ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل

“মোকাবেলার সময় শত্রুকে তিনদিনের বেশি সময় দেয়ার প্রচলন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহয় নেই। সুতরাং তুমি ভেবে দেখো এবং তিনদিনের মধ্যে (ইসলাম, জিযিয়া বা তরবারী এই) তিনটির কোন একটি গ্রহণ করো।”-আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৪০

এখন যারা স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্মপালনের স্লোগান দেন, ইসলামগ্রহণের জন্য কোন ধরণের চাপপ্রয়োগের তীব্র বিরোধীতা করেন, তারা কি এ বিষয়গুলো জানেন না? কোথায় তাদের কোন ধরণের চাপপ্রয়োগ ব্যতীত বছরের পর বছর ধরে শুধু মৌখিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াতের পলিসি আর কোথায় নবী-রাসূল ও ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের জীবনীতে তো শুধু দাওয়াতের জন্য কোন দল প্রেরণ করার

নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাদের দাওয়াত ছিল শুধু যুদ্ধের পূর্বে তিন কথার দাওয়াত- হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নতুবা জিযিয়া দাও, অন্যথায় তরবারীই তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফায়সালা করবে।

## ১৯.সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (দ্বিতীয় পর্ব- মুজাহিদ বানানোর নিয়তে সন্তান কামনা)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين كلهن، يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله، فرسانا أجمعون». صحيح البخاري (2819)

وبوَّب عليه البخاري بقوله: »باب من طلب الولد للجهاد « قال

الحافظ في فتح الباري (34/6 دار الفكر) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك).

ووقال أيضا (580/10) : (ويقال إن طلحة قال للزبير: أسماء بني أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء الشهداء، فقال: أنا أرجو

أن يكون بني شهداء، وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أنبياء، فأشار إلى أن الذي فعله أولى من الذي فعله طلحة)

.

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সুলাইমান বিন দাউদ (আলাইহিমাস সালাম) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশো - অথবা বলেছেন, - নিরানব্বই জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করবো। তাদের প্রত্যেকেই একজন অশ্বারোহী প্রসব করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তার সাথী (ফেরেশতা) বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তিনি (ভুলে) ইনশাআল্লাহ বললেন না। ফলে একজন স্ত্রী ছাড়া কেউই গর্ভবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হতো এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো। -সহিহ বুখারী, ২৮১৯ (ইফা, ৪/১৩১)

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, "জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করা।"

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, "অর্থাৎ এই নিয়তে সহবাস করবে যেন সন্তান হয় এবং সে

সন্তান আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহলে বাস্তবে তা না ঘটলেও সে সওয়াব পেয়ে যাবে। -ফাতহুল বারী, ৬/৩৪

সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমও সন্তান কামনা করতেন যেন তারা আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করে এবং শহিদ হয়। হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"বলা হয়, তলহা রাযিআল্লাহু আনহু যোবায়ের রাযিআল্লাহু আনহুকে বলেন, আমার ছেলেদের নাম তো নবীদের নাম, আর আপনার ছেলেদের নাম হলো শহিদদের নাম। যোবায়ের বললেন, আমি আশা রাখি, আমার ছেলেরা শহিদ হবে, কিন্তু তুমি তো তোমার ছেলেদের নবী হওয়ার আশা করতে পারো না। এ কথা বলে যোবায়ের ইশারা করেন, তার ছেলেদের নাম চয়ন তলহা রাযিআল্লাহু আনহুর ছেলেদের নাম চয়নের চেয়ে উত্তম হয়েছে।" -ফাতহুল বারী, ১০/৫৮০

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নিষেধ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জিহাদের জন্য সেনা সরবরাহ। সাদ বিন ওয়াক্কাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون »
(1402) :التبتل». صحيح البخاري: (5073) صحيح مسلم

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন মাযউন রাযিআল্লাহু আনহুকে বৈরাগ্যের অনুমতি দেননি।" -সহিহ বুখারী, ৫০৭৩ সহিহ মুসলিম, ১৪০২

হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী, কিরমানী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন,

التبتل أي: الانقطاع عن النساء، وكان ذلك من شريعة النصارى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته، ليكثر النسل ويدوم الجهاد). عمدة القاري (20/ 72) الكواكب الدراري (13/ (19/ 61) مرقاة المفاتيح (2042/5) اللامع الصبيح 176)

"বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টধর্মে বৈধ ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বৈরাগ্য থেকে নিষেধ করেন, যেন তাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং জিহাদ সর্বদা চলমান থাকে।" -উমদাতুল কারী, ২০/৭২ আলকাওয়াকিবুদ দুরারী, ১৯/৬১ মেরকাত, ৫/২০৪২ আললামিউস সাবিহ, ১৩/১৭৬

হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. فتح الباري لابن حجر (9/ 118)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নপুংসক (খাসী) হতে নিষেধ করেছেন যেন কাফেরদের সাথে জিহাদ চলমান থাকে। কেননা যদি তিনি তাদের নপুংসক হওয়ার অনুমতি দিতেন তাহলে তারা একযোগে নপুংসক হওয়া শুরু করতেন, এতে মুসলমানদের বংশবৃদ্ধি কমে যেতো এবং কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যেতো। আর এটা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।" -ফাতহুল বারী, ৯/১১৮

রাসূলকে নবীরূপে প্রেরণের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহ, যেন তাকে বিজয়ী করেন সকল ধর্মের উপর, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" -সূরা তাওবা, ৩৩

আর সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন। সে সৈন্য সংগ্রহের জন্য ইসলাম বেশি করে বিবাহ করার ও অধিকহারে সন্তান নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু সাইদ বিন যোবায়ের রহিমাহুল্লাহুকে বলেন,

«تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء

"তুমি বিবাহ করে নাও, কেননা এই উম্মতের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংখ্যাও ছিল সবচেয়ে বেশি।" - সহিহ বুখারী, ৫০৬৯ মুসনাদে আহমদ বিন মানী'র বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস যখন সাইদ বিন যোবায়েরকে এ কথা বলেছিলেন, তখন তার দাড়িও ওঠেনি। -ফাতহুল বারী, ৯/১১৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

তোমরা প্রেমময়ী অধিক সন্তান জন্মদানকারী মেয়েদের বিয়ে করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সাথে গর্ব করবো। -সুনানে আবু দাউদ, ২০৫০ সুনানে নাসায়ী, ৩২২৭

উমর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

قال عمر بن الخطاب : عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأنتج أرحاما وأرضى باليسير.

তোমরা কুমারী নারীদের বিয়ে করো, কেননা তাদের মুখ সুমিষ্ট এবং তারা অধিকহারে সন্তার জন্ম দেয়। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ১৭৯৯০

হিটলার যখন পুরো বিশ্ব দখল করার ইচ্ছা করে তখন সে বুঝতে পারে এর জন্য প্রচুর জার্মান সৈন্য লাগবে। তাই সে আইন করে দেয়, মেয়েরা মেট্রিকের পরে আর পড়ালেখা করবে না। বরং তারা সন্তান জন্মদানের জন্য বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর বিয়েতে সহায়তার জন্য সরকার ঋণপ্রদান করবে, যদি একবছরের মধ্যে সন্তান জন্ম দিতে পারে তবে ঋণের এক-চতুর্থাংশ মাফ করে দেয়া হবে, দ্বিতীয় বছরও সন্তান জন্ম দান করলে অর্ধেক মাফ করে দেয়া হবে। (কাশকুলে মারেফাত, মুফতি শফী রহিমাহুল্লাহ)

হিটলারের উদ্দেশ্যে ছিলো করে পুরো পৃথিবী দখল করে নাৎসীবাদ বা জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ

জার্মানরা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই তারা পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে আর অন্যরা তাদের গোলামী করবে। নিসন্দেহে এটা অত্যন্ত ঘৃনিত উদ্দেশ্য ছিল। তবে আমার মনে হয় তার উদ্দেশ্য খারাপ হলেও পদ্ধতিটা ঠিকই ছিল।

আমরাও পুরো পৃথিবী দখল করতে চাই তবে তা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। কাফেরদের জিহাদ, জিযিয়া ও গোলাম-বাদী বানানোর মাধমে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে আমাদেরও প্রচুর সৈন্য লাগবে। এজন্য ইসলাম অধিকহারে সন্তান নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে যদিও আদমশুমারীতে মুসলিমের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাদের অনেকেই কার্যত জিহাদ বিরোধী। তাই মুসলমানদের মাঝে জিহাদের দাওয়াত ও প্রচারণার পাশাপাশি আমরা নিজেরাও অধিকহারে সন্তান নেয়ার ফিকির করবো ইনশাআল্লাহ। কেননা মুজাহিদের হাতে গড়ে ওঠা সন্তান মুজাহিদই হবে ইনশাআল্লাহ, যেমনিভাবে ইহুদীর সন্তান ইহুদী এবং খৃষ্টানের সন্তান খৃষ্টান হয়।

## ২০.সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (তৃতীয় পর্ব- জিহাদের আসবাব-হাতিয়ারের প্রতি ভালোবাসা)

### সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (তৃতীয় পর্ব- জিহাদের আসবাবের প্রতি ভালোবাসা, তার পরিচর্যা এবং একে আল্লাহ তায়ালার যিকিরের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

“আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান (-এর মত পুত্র)। সে ছিল উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। (সেই সময়টি স্মরণীয়) যখন সন্ধ্যাবেলা তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল। তখন সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণার্থেই এই সম্পদকে ভালোবেসেছি। অবশেষে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেল। (অনন্তর সে বললো,) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো।” -সূরা সোয়াদ, ৩০-৩৩ তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৯৩-১৯৪

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, "সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, আমি তো এগুলোকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি, এগুলো তো সংগ্রহই করা হয়েছে জিহাদের জন্য। আর জিহাদের করা হয় আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসায়। অতপর ঘোড়াগুলো এগুতে এগুতে তার চোখের আড়ালে চলে গেল। তিনি সেগুলোকে আবারও তার সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে আদর বুলিয়ে দিলেন। আয়াতের উপরিউক্ত তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে এবং এটা আয়াতের শব্দাবলীরও বেশি কাছাকাছি। ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী রহিমাহুমাল্লাহ এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।" তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৯৪

শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহিমাহুল্লাহও আয়াতের এরকম অর্থই করেছেন। তার তরজমার টীকায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

یعنی نہایت اصیل، شائستہ اور تیز و سبک رفتار گھوڑے جو جہاد کے لئے پرورش کئے گئے تھے ان کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیر لگ گئ۔ حتٰی کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ شاید اسی شغل میں عصر کے وقت کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے ہوں۔ اس پر کہنے لگے کوئی

مضائقہ نہیں ۔ اگر ایک طرف ذکر اللہ (یاد خدا) سے بظاہر
علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں کی محبت
اور دیکھ بھال بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے۔ جب جہاد
کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے تو اس کے مُعدّات و مبادی کا
تفقد کیسے ذکر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہو گا۔ آخر اللہ
تعالیٰ جہاد اور آلات جہاد کے مہیا کرنے کی ترغیب نہ دیتا
تو اس مال نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے۔ اسی
جذبہ جہاد کے جوش و افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں
کو پھر واپس لاؤ۔ چنانچہ واپس لائے گئے اور حضرت
سلیمانؑ غایت محبت و اکرام سے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں
پونچھنے اور صاف کرنے لگے۔ آیت کی یہ تقریر بعض
مفسرین نے کی ہے۔ اور لفظ { حُبَّ الْخَيْرِ } سے اس کی
تائید ہوتی ہے۔ گویا خیر کا لفظ اس مضمون کی طرف اشارہ
کر رہا ہے جو نبی کریم ﷺ نے حدیث میں فرمایا «الخیل
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ۔

“অর্থাৎ জিহাদের ঘোড়ার ভালোবাসা ও পরিচর্যাও তো আল্লাহ তায়ালার স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু জিহাদের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ করা তাই জিহাদের হাতিয়ার ও আসবাবও নিশ্চিতভাবে আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। যদি আল্লাহ তায়ালা জিহাদ এবং জিহাদের হাতিয়ার প্রস্তুত করার আদেশ না দিতেন তবে এই ঘোড়াকে আমরা এত ভালোবাসতাম না। এই জিহাদের জযবার আতিশয্যে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, ঘোড়াগুলো পুনরায় নিয়ে আসো। ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনা

**হলে সুলাইমান আলাইহিস সালাম অত্যন্ত ভালোবাসা ও আদরের সাথে সেগুলোর গর্দান ও পায়ের গোছায় হাত বুলিয়ে তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আয়াতের এ ব্যাখ্যা কোন কোন মুফাসসির করেছেন, আয়াতে উল্লিখিত خير (কল্যাণ) শব্দ থেকে এর সমর্থন মেলে, যেন এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত এই হাদিসের বিষয়বস্তুর দিকে ইশারা করছে, "ঘোড়ার কেশরে কিয়ামত পর্যন্ত خير(কল্যাণ) যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।" (তাফসীরে উসমানী)**

***

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (প্রথম পর্ব- যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232468%3B)

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (দ্বিতীয় পর্ব- মুজাহিদ বানানোর নিয়তে সন্তান কামনা)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232494%3B)